দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সাক্ষরতা ঃ আমাদের দায়িত্ব

শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষিত সমাজের বিশেষ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। বাংলা একাডেমীর অমর একুশের গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন যে জনগণের সবাই যদি সাক্ষর হন, তবেই বই লেখা ও প্রকাশ করার শ্রম সার্থক হয়। তাই জনগণকে সাক্ষর করা 'আমাদেরই' দায়িত্ব। আমাদের বলতে তিনি দেশের শিক্ষিত সমাজকেই বুঝিয়েছেন। তাদের প্রতি তিনি সাক্ষরতার হার বাড়াবার ব্যাপারে ভূমিকা পালনের জন্য আহবান জানিয়েছেন। দেশের লেখাপড়া জানা সব লোক যদি এই দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে শিক্ষার হার দ্রুত বাড়বে বলে আশা করা যায়। ভাষা-বিপ্লবের সুফল চয়ন এবং দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য শিক্ষার হার বৃদ্ধি অপরিহার্য।

শিক্ষা যে উন্নতি-প্রগতির চাবিকাঠি এতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ, সংস্কার-মুক্তি, প্রগতিবাদী মানসিকতা অর্জন সবকিছুই শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে আমাদের দারিদ্র ও অনগ্রসরতার অভিশাপগ্রস্ত হয়ে আছে। নিরক্ষরতা ও বিভিন্ন সংস্কারের পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে আছে জনগণের মন-মানসিকতা। জগদ্দল পাথরের বেড়ীর মত এগুলি জাতিকে পেছনে টেনে রাখছে। স্বাধীনতার উদ্দেশ্য রূপায়ণ এবং সর্বাঙ্গীন উন্নতি অর্জন করতে চাইলে বিপ্লবের বিপুল তরঙ্গাঘাতে এই বেড়ী ভাঙতে হবে, প্রগতির পথের সকল বাধা খড়-কুটার মত ভাসিয়ে দিতে হবে। শিক্ষা এই অত্যাবশ্যক বিপ্লবের মন্ত্রশক্তি। শিক্ষাই মানুষকে আলোর পথ দেখায়, বড় কিছু ভাবার এবং নতুন কিছু গ্রহণের শক্তি যোগায়। জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত অগ্রগতি এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চাইলে সবার আগে জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, সাক্ষরতার হার বাড়াতে হবে দ্রুত গতিতে।।

শিক্ষা সম্প্রসারণ মূলত সরকারের দায়িত্ব হলেও আমাদের গরীব দেশে এ ব্যাপারে সমাজেরও একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার দরুনই দেশের নয়-দশ কোটি লোককে শিক্ষার আলো দেয়া একা সরকারের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়। তবু বর্তমান সরকার শিশু ও বয়স্কদের সাক্ষর করে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। শিক্ষিত সমাজ যদি এই ব্রতে উদ্যোগী হন, তাহলে কাজটি অনেকখানি সহজসাধ্য ও ফলপ্রসূ হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন শিক্ষিতরা তাদের শিক্ষার জন্য জাতির কাছে ঋণী। এই ঋণ শোধ করতে হবে। সাক্ষরতা অভিযানে আত্মনিয়োগ করলে ঋণ অনেকাংশ শোধ হবে।

সমাজের সকল শিক্ষিত লোক ও ছাত্রসমাজ শিক্ষা সম্প্রসারণের বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারেন। নিজেরা স্কুল খুলতে পারেন। এলাকার স্কুলগুলিতে গিয়েও স্বেচ্ছা শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। শিক্ষিত প্রত্যেক নর-নারী ও ছাত্রছাত্রী যদি বছরে অন্তত একজনকেও সাক্ষর করে তুলতে পারেন, তাহলে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে।

অমর একুশে আমাদের মায়ের ভাষা বাংলাকে স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, জাতিকে দিয়েছে স্বাধীনতা। এই অমর বিপ্লব সাক্ষরতা অভিযানে আত্মনিয়োগ করতেও দেশের শিক্ষিত সমাজকে অনুপ্রাণিত করবে এই আমাদের প্রত্যাশা। দেশে সাক্ষরতার হার বাড়লে জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি যেমন ত্বরান্বিত হবে, তেমনি সহজসাধ্য হবে ভাষা বিপ্লবের সুফল ভোগও।